গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

প্রধান অতিথি	:	জনাব মোঃ জিল্লুল হাকিম, এমপি মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়
সভাপতি	:	ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
সময়	:	বেলা ১১:০০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (৮২৫), রেলভবন, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি সভার শুরুতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ জিল্লুল হাকিম, এমপি কে শুভেচ্ছা জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন এবং এতে কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়িকরণ করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়ঃ

ক্র:নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণঃ উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে মাসিক প্রতিবেদন, মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে গৃহিত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাসিক সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়। (খ) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত অনিষ্পন্ন পত্রঃ সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের এক মাসের উর্ধ্বে ৪২টি, তিন মাসের উর্ধ্বে ১০৪টি এবং ছয় মাসের উর্ধ্বে ৫১টি অনিষ্পন্ন পত্র এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের তিন মাসের উর্ধ্বে ২টি অনিষ্পন্ন পত্র নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করা এবং তদন্ত সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট হতে নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া না গেলে একবার তাগিদ পত্র	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। খ) (I) সভায় উপস্থিত সকল অভিযোগ সংক্রান্ত পেন্ডিং পত্র ও অনিষ্পন্ন পত্র আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (II) সমন্বয় সভার নির্ধারিত সময়ের ০৭ (সাত) দিন পূর্বে প্রস্তুতকৃত পেন্ডিং তালিকা মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট প্রেরণ করতে হবে। (III) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। (IV) সমন্বয় সভায় উপস্থাপন ছাড়াও প্রতিমাসের ০৭ তারিখের মধ্যে অনিষ্পন্ন পত্রের তথ্য প্রশাসন-২ শাখায় প্রেরণ করতে হবে। (V) দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২।যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়। ১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। সরকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩।যুগ্ম-সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। অধিশাখা/ শাখা কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্র:নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	দিয়ে পরবর্তিতে মন্ত্রণালয় হতে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য নথি উপস্থাপনের নির্দেশনা দেওয়া হয়।	(VI) তদন্ত সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট হতে নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া না গেলে একবার তাগিদ পত্র দিয়ে পরবর্তিতে মন্ত্রণালয় হতে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য নথি উপস্থাপন করতে হবে এবং খ (IV) অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনিষ্পন্ন তথ্যের মধ্যে তদন্তের বিষয়টি উল্লেখ থাকবে।	
৩.২	সভায় ট্রেনে ও রেললাইনে নাশকতামূলক কার্যক্রম প্রতিরোধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	(ক) রেললাইন এবং ট্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিতে স্থানীয় প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) জিআরপি, আরএনবি, আনসার এবং রেলকর্মচারীদের রোষ্টার ডিউটির মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা রেলপথের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) মোটর ট্রলি/ইঞ্জিনের মাধ্যমে রেলপথে এ্যাডভান্স পাইলটিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) ট্রেনের যাত্রী, রেলপথ সংলগ্ন এলাকার জনসাধারণকে সচেতন করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে। ২। জিআরপি/আরএনবি, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৩	সভায় বিনা টিকেটে যাত্রী চলাচলরোধ এবং জাল টিকেটে কেউ যেন ট্রেনে ভ্রমণ করতে না পারে সে জন্য POS Machine ব্যবহারের মাধ্যমে টিকেট চেকিং কার্যক্রম অব্যাহত রেখে আদায়কৃত অর্থের তথ্য মাসভিত্তিক বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	(ক) POS Machine ব্যবহারের মাধ্যমে টিকেট চেকিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) POS Machine এর মাধ্যমে আদায়কৃত জরিমানার অর্থসহ তথ্য প্রতিমাসে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে; ২।অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৩.৪	সভায় অডিট আপত্তি বিষয়ে নিম্নোক্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়ঃ (ক) রেলপথ মন্ত্রণালয়ে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর কোন অডিট আপত্তি না থাকায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ৫৯২৪টি (পুঞ্জীভূত) অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি এবং এতে ৬৪৭,৩৫৬,৮৬৩/- (পুঞ্জীভুত) টাকার সংশ্লিষ্টতা নিয়ে আলোচনা হয়। (খ) অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাবে শুধু গতানুগতিকভাবে একমত পোষণ না করে ব্রডশিট জবাব প্রেরণের ক্ষেত্রে অডিট আপত্তিতে ব্যক্তির অনিয়ম এবং দায় পরিলক্ষিত হলে তা চিহ্নিত করে জবাব প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। (গ) জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব দ্রুত প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) অডিট আপত্তির জবাব আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। জবাবে দ্বিপক্ষীয় বা ত্রিপক্ষীয় সভার বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব প্রেরণ না হলে 'অসদাচরণ' বিবেচনায় বিভাগীয় শাস্তি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয় এবং উভয় অঞ্চলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (গ) ব্রডশিট জবাব প্রেরণের ক্ষেত্রে অডিট আপত্তিতে ব্যক্তির অনিয়ম এবং দায় পরিলক্ষিত হলে তা চিহ্নিত করে জবাব প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিয়ে ব্রডশিট জবাব পাওয়া অডিট আপত্তিগুলো চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। যুগ্ম-সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.৫	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি: ১. রেলপথ মন্ত্রণালয়ে অনিষ্পন্ন মোট ৩৬টি বিভাগীয় মামলা এবং বাংলাদেশ রেলওয়েতে অনিষ্পন্ন ১৮৯টি বিভাগীয় মামলা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়।	(ক) অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; (খ) বিভাগীয় মামলার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। উপসচিব (প্রশাসন-৩), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৬	জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ: সভায় বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিধি মোতাবেক দ্রুততার সাথে শূণ্যপদে নিয়োগ কার্যক্রম অব্যাহত রেখে সকল পর্যায়রে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে আলোচনা হয়	(ক) নিয়োগ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে; (খ) প্রতিমাসে আয়োজিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। রেক্টর, রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমি। ৩। যুগ্ম- সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৭	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন: সভায় রেলওয়ে স্টেশনে এবং ট্রেনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিনা টিকেটে যাত্রী চলাচল প্রতিরোধ, ধূমপান বন্ধ এবং টিকেট কালোবাজারী রোধে নিয়মিত মোবাইলকোর্ট পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়াও স্টেশন প্লাটফরম মোবাইল কোর্ট, ব্লক চেকিং এবং চলন্ত ট্রেনে বিশেষ টিকিট চেকিং কার্যক্রম চলমান রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) রেলওয়ে স্টেশনে এবং ট্রেনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিনা টিকেটে যাত্রী চলাচল প্রতিরোধ, ধূমপান বন্ধ, টিকেট কালোবাজারী রোধ এবং খাবারের মান বজায় রাখা ও নির্ধারিত দামে খাবার বিক্রি নিশ্চিতে নিয়মিত মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করতে হবে এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তথ্য সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) মোবাইল কোর্ট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের ছবি তথ্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তাকে মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ রেলওয়ে।
	(খ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা: সভায় ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে প্রতি মাসে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভাপতি স্টেশনের টয়লেট ও প্লাটফরম পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা, স্টেশন সংলগ্ন রেল লাইন/ট্রাক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা এবং স্টেশন বিল্ডিং-এর ছাদ/কার্নিশ নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্যও নির্দেশনা দেন।	(ক) প্রতিটি বিভাগের রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (DRM) নিয়মিতভাবে ট্রেন ও স্টেশনের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিদর্শন করিবেন। (খ) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) কে নির্দিষ্টভাবে এ বিষয়ে দায়িত্ব বন্টন করে কমিটি গঠন করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করতে হবে। (গ) রেল এবং রেল স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) রেল ও রেল স্টেশনের টয়লেট ও প্লাটফরম, স্টেশন সংলগ্ন রেল লাইন/ট্রাক এবং স্টেশন বিল্ডিং-এর ছাদ/কার্নিশ নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
	(গ) সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনাঃ ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করে ট্রেন পরিচালনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য মাসিক ভিত্তিতে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে;

ক্র:নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	(ঘ) পরিদর্শন: রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শনের উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনে তথ্য অনুযায়ী ট্রেনে বিনা টিকেটে অনেক মানুষ চলাচল করছে, এছাড়া অপরিচ্ছন্ন ওয়াশরুম, হকার, হিজড়াসহ অবাঞ্ছিত লোকদের উৎপাতে যাত্রীদের প্রত্যাশিত সেবা প্রদান করা অনেকাংশে সম্ভব হচ্ছে না। পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাত্রিদের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আহবান করা হয়।	(ক) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণ রেল ও রেলস্টেশন আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন; (খ) সমন্বয় সভায় পরিদর্শনের তথ্যাদি উপস্থাপন করতে হবে। (গ) যাত্রীদের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। (ঘ) যাত্রীসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ট্রেনসমূহে প্রতিটি বিভাগের বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (DCO) নিয়মিতভাবে আকস্মিক পরিদর্শন করে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩। উপসচিব (প্রশাসন-৬) রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৮	রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ ট্রেনের ছাদে ভ্রমণরোধে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযান অব্যাহত রেখে ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ট্রেনের ইঞ্জিন, পাওয়ার কার ও ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধে আরএনবি বিভাগ কর্তৃক নিয়মিত অভিযান পরিচালনা রেখে চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। টিকেট চেকিং নিয়মিত মনিটরিং 'টিকিট যার ভ্রমণ তার' নিশ্চিত করতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	(ক) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং 'টিকিট যার ভ্রমণ তার' নিশ্চিত করতে হবে। (খ) বিনা টিকেটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে ওঠা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধকরণসহ স্টেশনে ফেন্সিং করতে হবে। (ঘ) ট্রেনে নাশকতা/সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে নজরদারি আরো বাড়াতে হবে। (ঙ) রেল স্টেশনের নিরাপত্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, টিকেট কালো-বাজারী, হকার ও হিজরার উৎপাত রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৯	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ: সভায় জানানো হয়, রেলওয়ের অবৈধ দখলীয় রেলভূমি উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধার কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ রেলওয়ে ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২০' এর সংস্থান অনুযায়ী এসএসএই (ওয়ে) ও এসএসএই (ওয়ার্কস) এবং সংশ্লিষ্ট স্টেশন মাস্টারদের দায়িত্ব পালন করার নির্দেশনা রয়েছে। উদ্ধারকৃত জমি সংরক্ষণ ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকৌশল বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া মাস্টারপ্ল্যানভূক্ত লাইসেন্স যোগ্য রেলভূমির লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান আছে। মাননীয় মন্ত্রী উদ্ধারকৃত জমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায় সে জন্য আরসিসি পিলার ও কাঁটাতার দিয়ে বেড়া দেওয়ার কার্যক্রম অব্যাহতা রাখার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।	(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের অবৈধ দখল থাকা জমির উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং জেলা আইন শৃঙ্খলা/উন্নয়ন সমন্বয়সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে; (খ) অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে উদ্ধারকৃত রেলভূমির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে; (গ) উদ্ধারকৃত জমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায় সে জন্য পরিত্যক্ত রেল/RCC পিলার/বেড়া ও কাঁটা তার দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। (ঘ) মাসভিত্তিক অবৈধ দখল থেকে উদ্ধারকৃত জমি কার দায়িত্বে দখলে রাখা হচ্ছে তার তথ্য প্রেরণ করতে হবে। (ঙ) খিলগাঁও, ঢাকা এর অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর সহায়তায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১০	বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা: সভায় অনিষ্পন্ন সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়।	সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধি করতে হবে এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১১	রেলওয়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম: সভায় রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ মজুদ পরিস্থিতির তথ্যাদি এবং হাসপাতালগুলোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কার্যক্রম জোরদার আছে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(ক) রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, মজুদ পরিস্থিতির তথ্যাদি প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণে করতে হবে ; (খ) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য আলাদাভাবে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১২	বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলা সম্পর্কে আলোচনা: সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলাগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে আদালতে নিয়মিত প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনের জন্য আলোচনা করা হয়। সভাপতি বলেন, উকিল নোটিশ বা ইনফরমেশন স্লিপ দেখেই কাজ বন্ধ করা যাবেনা। প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং আদালতে সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	(ক) ইনফরমেশন স্লিপের তথ্য পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে; (খ) আদালতে সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১৩	বিবিধ: প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের গাড়ির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যে সকল বিভাগের জরুরি গাড়ি প্রয়োজন তাদের সরবরাহ করতে হবে।	যে সকল বিভাগে জরুরি গাড়ি প্রয়োজন তাদের সরবরাহ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;

০৪। সভাপতি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে কাজ করার জন্য সবাইকে আহবান জানান। রেলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য তিনি সবাইকে আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে প্রাপ্ত নির্দেশনা নিশ্চিতকরণের জন্য সকলকে আহ্বান জানান। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৭.০২.২০১৪

ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর
সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়